দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 17 JUL 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

'ক্যাডেট' 'ইন্টারন্যাশনাল' মাদ্রাসার নামের সঙ্গে নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পাড়া-মহল্লায় ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা বিভিন্ন মাদ্রাসার নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 'ক্যাডেট' ও 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দগুলো বাদ দিতে নির্দেশনা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। গতকাল এ নির্দেশনা জারি করা হয়। এ ছাড়া অননুমোদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের মাদ্রাসাকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারি অনুমতি নিতে তিন মাস সময় বেঁধে দেওয়াসহ বেশ কয়েকটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মো. আবদুল খালেক স্বাক্ষরিত ওই আদেশে।

উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে 'ক্যাডেট মাদ্রাসার অবৈধ ব্যবসা পরিচালনাসংক্রান্ত' সিদ্ধান্তগুলো শিগগিরই বাস্তবায়ন করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।

নির্দেশনাগুলো হলো– আগামী তিন মাসের মধ্যে অননুমোদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত ক্যাডেট মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি অনুমতি নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নামকরণ থেকে 'ক্যাডেট' ও 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দ বাদ দিতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বইপড়া ও পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসব প্রতিষ্ঠান নিয়মিত নজরদারি করবেন। মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে একজন জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিনিধি থাকবেন। জাতীয় পতাকা

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

'ক্যাডেট' 'ইন্টারন্যাশনাল' মাদ্রাসার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত আবশ্যিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। জাতীয় দিবসগুলো বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে নিবন্ধন নিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের বেতনভাতা ও টিউশন ফি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো নির্ধারণপূর্বক পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, এনসিটিবি চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাড়াও জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ক্যাডেট মাদ্রাসাগুলোর অধ্যক্ষ বা সুপারকে এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।

এর আগে সরকার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় 'পিস' শব্দজুড়ে দেওয়া সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা দেয়। অভিযোগ ছিল, এসব স্কুলে শিশুদের উগ্রতার শিক্ষা দেওয়া হতো। নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা খোঁজার পাশাপাশি পিস স্কুলের কর্মকাণ্ড নিয়েও তদন্তে নামে সরকার।

সরেজমিন দেখা গেছে, মাদ্রাসার নামের সঙ্গে 'ক্যাডেট' শব্দ জুড়ে দিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পাড়া-মহল্লায়। আভিজাত্য প্রকাশের জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের নামে সঙ্গে। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ইন্টারন্যাশনাল মানের নয়। শুধু প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করে অর্থ কামানোই এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

সারা দেশে কতগুলো ক্যাডেট মাদ্রাসা রয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। কারণ সরকারের কাছে এগুলোর কোনো অনুমোদন নেই। অনেকটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের আদলে গড়ে তোলা এসব প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকস্তর পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চলে। পাবলিক পরীক্ষার সময় প্রতিবেশী কোনো একটি অনুমোদিত স্কুলের নামে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন করিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ, পাঠ্যবই, বেতন, ফি নির্ধারণসহ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। সরকারি নিয়মানুযায়ী, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ থাকা দরকার, তার কিছুই নেই এসব প্রতিষ্ঠানে। বইখাতা, কলম, পোশাক, কোচিংয়ের নামে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ নেওয়া হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলের আদলে আভিজাত্যপূর্ণ নেতৃত্বগুণ অর্জন ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মানবসম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে এ দেশে গড়ে তোলা হয় ক্যাডেট কলেজ। তবে নামসর্বস্ব মাদ্রাসাগুলোতে ক্যাডেট নামের কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। এটি স্রেফ প্রতারণা চলছে। নামের আড়ালে চলছে বাণিজ্য।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর